দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ ... SEP 3 2006 ...
পৃষ্ঠা [illegible] কলাম ৪ ......

পাঠকের অভিমত

ষড়যন্ত্রের কবলে মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থা

বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ও ইংরেজী বিভাগের মাদ্রাসা শিক্ষাবিদ্বেষী শিক্ষকরা আলিম (এইচএসসির সমমান হওয়া সত্ত্বেও) পাস ছাত্রদের এই দুই বিষয়ে পড়ার সুযোগ থেকে বঞ্চিত করছে। এইচএসসি পর্যায়ে ২০০ মার্কের বাংলা ও ইংরেজী পড়ে আসার নিয়ম প্রবর্তন করে এটা করা হয়েছে। ফলে মাদ্রাসার কোন মেধাবী ছাত্রই এই দুটি বিভাগে ভর্তির সুযোগ পাচ্ছে না। অথচ এইচএসসিতে বাংলা ও ইংরেজী বিষয়ের জন্য নির্ধারিত বই পড়ানো হয়। সেই একই বই মাদ্রাসায়ও পড়ানো হয়। শুধু পরীক্ষায় অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে মাদ্রাসায় ১০০ নম্বরের পরীক্ষা নেয়া হয়। ২০০২ সাল পর্যন্ত দাখিল পরীক্ষায় নৈর্ব্যক্তিক মার্ক ছিল ২০ আর এসএসসি পরীক্ষায় ৫০। নৈর্ব্যক্তিকে সহজেই পূর্ণ নম্বর পাওয়া যায়, কিন্তু রচনামূলকে অর্ধেকের বেশী নম্বর ওঠানো খুব কঠিন। আর তাই ২০০২ সালে এসএসসি পরীক্ষায় উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ছাত্র A+ পেলেও কেবল মাদ্রাসা ছাত্রদের মধ্যে মাত্র ৩ জন পরীক্ষার্থী A+ পায়। এভাবেই ভাগ্য বিড়ম্বনার শিকার হচ্ছে মাদ্রাসার ছাত্র-ছাত্রীরা।

বিএ পাস কোর্সের বাংলা-ইংরেজীসহ অন্যান্য বিষয় ফাজিলে পড়ানো হলেও ফাজিলকে সমমান দেয়া হয়নি। জ্ঞান, দক্ষতা ও সততা থাকা সত্ত্বেও 'মাদ্রাসা' শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়ার অপরাধে ফাজিল ডিগ্রীধারীরা সিভিল সার্ভিসসহ সকল সরকারী চাকরিতে নিয়োগ পরীক্ষায় প্রতিযোগিতা করারও অযোগ্য। বাস্তবিকই মাদ্রাসা শিক্ষিতরা দেশের দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকে পরিণত হয়েছে।

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা। জীবনের সকল দিক এবং বিভাগে রয়েছে এর কল্যাণমূলক বিধিবিধান। ইসলামের বিধিবিধানসমূহের উৎস চারটি। কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা এবং কিয়াস। এগুলোর ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা। যেহেতু ইসলাম অন্যান্য ধর্মের ন্যায় মানুষের ব্যক্তিগত জীবনে সীমাবদ্ধ নয় বরং সম্পূর্ণ জীবনে পালনীয়, সেহেতু কোন মুসলমানের জন্যই ধর্ম নিরপেক্ষ শিক্ষা ব্যবস্থা উপযোগী নয়। কারণ একজন মুসলমানের জীবনের কোন পর্যায়ই ইসলামের বাইরে চলতে পারে না। তাই, মুসলমানদের জন্য প্রয়োজন ধর্ম নিরপেক্ষ নয়, ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা। ইসলামী শিক্ষা মানে কেবল আরবী-ফারসী ভাষা শেখা, কুরআন হেফজ করা, গতানুগতিক তাফসীর পড়া, ফেকাহ কিংবা বালাগাত-মানতেক পড়াই নয়। কুরআন এবং হাদীস ইসলামী শিক্ষার মূল উৎস। কুরআন হাদীসে চিকিৎসা বিজ্ঞান, পদার্থ, রসায়ন, জ্যোতির্বিজ্ঞান, কৃষি বিজ্ঞান, অর্থনীতি, ব্যবসায়-বাণিজ্য, সমাজ বিজ্ঞান এবং আইনসহ আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ে মূল্যবান দিকনির্দেশনামূলক আলোচনা রয়েছে। এসবই ইসলামী শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত।

আমাদের দেশের মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থা জনগণকে ইসলামী শিক্ষা দিয়ে তাদেরকে যোগ্য মুসলিম হিসেবে গড়ে তুলছে। অথচ মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থা সবচেয়ে অবহেলিত, বঞ্চিত। সবচেয়ে বঞ্চনার শিকার কওমী মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থা। এ ব্যবস্থায় অধ্যয়নরত প্রায় ১৫ লাখ ছাত্রের জন্য সরকারের ১ টাকাও বরাদ্দ নেই। শিক্ষকদের জন্য কোন বেতন এবং মাদ্রাসাসমূহের উন্নয়নের জন্য কোন বরাদ্দ নেই। জনগণের সাহায্যে এবং ছাত্র ও শিক্ষকদের অসম্ভব রকম ত্যাগের বিনিময়ে এই শিক্ষা ব্যবস্থা টিকে আছে। পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত এবং তাদের সাম্রাজ্যের যোগ্য প্রতিনিধি হিসেবে সরকার ও প্রশাসনের ইসলামবিদ্বেষী মহল ইসলামী শিক্ষার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে। এই শিক্ষায় শিক্ষিতদের হেয়প্রতিপন্ন করতে, দাবিয়ে রাখতে সর্বাত্মক চেষ্টা চালাচ্ছে। এরাই মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থার অবকাঠামো, শিক্ষার মান ইত্যাদি 'যথেষ্ট নয়' বলে দাবী করে। ধরে নিলাম 'যথেষ্ট নয়'। কিন্তু কেন? ব্রিটিশ শাসকদের থেকে শুরু করে দীর্ঘদিনের বঞ্চনার ফলেই কি এই অবস্থা হয়নি? সেই ক্ষতিপূরণ না করে আবার ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থাকে দাবিয়ে রাখা নিশ্চয় যুক্তিসঙ্গত হতে পারে না। সরকার অবশেষে জনতার আন্দোলনে বাধ্য হয়ে ফাজিল ও কামিলকে সমমান দিতে 'নীতিগত' অথচ নীতিহীন সিদ্ধান্ত নিয়েছে। মাদ্রাসাসমূহকে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন করে এর স্বকীয়তা বিনষ্ট করে কালক্রমে এগুলোকে কলেজে পরিণত করার মতো প্রহসন শুরু করা হয়। কওমী মাদ্রাসার শিক্ষাকে সমমান দেয়ার বিরুদ্ধেও রীতিমতো কলম যুদ্ধ শুরু করেছেন কিছু বুদ্ধিজীবী। আসলে এরা সাম্রাজ্যবাদের এদেশীয় প্রতিনিধি। এসব সাম্রাজ্যবাদী কুপণ্ডিতদের আগ্রাসন থেকে দেশের ইসলামী শিক্ষাকে রক্ষা করতে হবে।